সেবাদির জন্য আমারই মন্দিরে বাসাদিরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। "শ্লোকে ধনসংগ্রহরূপ যে অর্থের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও আমারই সেবামাত্রের উপযোগী রূপেই ব্যবহার করিবে। অর্থাৎ যে পরিমাণে ধনসংগ্রহ করিলে আমার সেবার পরিপাটী রক্ষা পাইতে পারে, সেই পরিমাণে অর্থসংগ্রহ করিতে চেষ্টা পাইবে। নিজ-ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ-লালসায় অধিক অর্থসংগ্রহ করিবার জন্য প্রয়াস পাইবে না এবং অর্থ সঞ্চয়বুদ্ধি হৃদয়ে রাখিবে না। শ্লোকে উক্ত "মদপাশ্রয়" পদটীর ব্যাখ্যা করিতেছেন—আমা ভিন্ন অন্য কোন দেব বা দেবীর আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া আমার সেই কথাশ্রবণাদি লক্ষণা-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে যে ভক্তিটী লাভ করিলে সেই আস্বাদন-সুখে মুক্তি প্রভৃতির প্রতি অনাদর বুদ্ধি আসিয়া যায়, সেই নিশ্চলা অর্থাৎ সর্ব্বদা অব্যভিচারিণী আমাবিষয়ক ভক্তিলাভ করিতে পারিবে। এ বিষয়ে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না যে, ভজনীয় বস্তু শ্রীভগবান্ চঞ্চল অর্থাৎ আজ আছেন, কাল নাই। অতএব, এই মন্দির প্রভৃতি বৈভব চিরস্থায়ী নহে—এইরূপ কূটতর্ক উপস্থিত হইবার অবসর নিরসনের জন্য বলিতেছেন—আমি "সনাতন" অর্থাৎ তিনকালে একরূপেই নিত্য বিদ্যমান আছি ; অতএব আমারও অস্থিরতা নাই এবং আমার দত্ত বৈভবাদিরও অস্থিরতা নাই। এইরূপ শ্লোকস্থ পদগুলির অর্থসঙ্গতি করিয়া এইক্ষণ সেই পূর্ব্ববর্ণিত-লক্ষণ বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গের প্রবৃত্তিনিষ্ঠা কিরূপে উদয় হইবে ! এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য সেই বিশুদ্ধভক্তিতে প্রবৃত্তি উদয়ের হেতুটী বলিতেছেন—হে উদ্ধব ! একমাত্র সৎসঙ্গ হইতেই আমার বিশুদ্ধ-ভক্তি অনুষ্ঠানে রুচি হইয়া থাকে এবং সেই রুচি-লক্ষণা ভক্তিতেই আমাকে উপাসনা করিবার জন্য প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৭৩ ॥

ভক্ত্যা ভক্তিরুচ্যা স ভক্তো মামুপাসিতা ভজমানো ভবতি। তস্য চ ভক্তস্য মদীয়ং ব্রহ্মাকারং ভগবদাকারঞ্চ সর্ব্বমপি স্বরূপবিজ্ঞানমনায়াসেনৈব ভবতীত্যাহ—স বৈ মে দর্শিতং সদ্ভিরঞ্জসা বিন্দতে পদমিতি॥ অঞ্জসা ভক্ত্যনুসঙ্গেনৈব। পদম্ স্বরূপম্ ॥ ১১।১১॥ শ্রীভগবান্ ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকে উক্ত "সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা" এই পদের অর্থ ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সৎসঙ্গ হইতে যে ভজনানুষ্ঠান করিবার রুচি লাভ করিতে পারা যায়, সেই রুচি দ্বারা সেই ভক্ত আমাকে উপাসনা অর্থাৎ ভজন করিয়া থাকে। সেই ভক্তেরও আমার নির্বিশেষ-ব্রহ্মস্বরূপের এবং ভগবৎ-স্বরূপের ও স্বরূপতত্ত্বের সর্ব্বপ্রকার অনুভব অনায়াসেই হইয়া থাকে। এই কথাটি একটি শ্লোকে শেষের দুইটী চরণে বলিতেছেন—সেই ভক্ত সাধুগণকর্ত্তৃক